# অর্থ

পুরুষার্থ প্রসঙ্গে 'অর্থ' বলতে জীবিকা অর্জনের উপায়কে বোঝান হয়। বিষয়-সম্পত্তি, জীবনধারণের আর্থিক উপকরণ সবই অর্থ। মহাভারতে অর্জুন ত্রিবর্গের মধ্যে অর্থের প্রাধান্যের কথা বলেছেন। সেখানে বলা হয়েছে "অর্থেভ্যো হি বিবৃদ্ধেভ্যঃ"। অর্থই সমৃদ্ধি আনে। চাণক্য বলেছেন — 'ধর্মস্য মূলম্ অর্থঃ'।

অর্থ লাভের উপায় কি? মহাভারতে বলা হয়েছে যে উত্থানশক্তির সাহায্যেই অর্থ লাভ হয়। 'উত্থান' শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রেও একথা সমর্থন করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে 'অর্থস্য মূলম্ উত্থানম্' — প্রচেষ্টাই অর্থের মূল। মানুষের শারীরিক দক্ষতাকেই উত্থান বা প্রচেষ্টার উৎস বলা হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে দৈহিক ক্রিয়াকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে দৈহিক দক্ষতা বা পটুতার চেয়ে আর কিছুই বড় নয়। কৃষিকাজ, গোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্পে মানুষের এই দক্ষতা প্রকাশিত হয় যার ফলে অর্থ সঞ্চিত হয়।

ক্ষত্রিয় অর্জুন মহাভারতের শান্তি পর্বে উদাসীন যুধিষ্ঠিরকে অর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে "ধর্ম, কাম, স্বর্গ, আনন্দ, ক্রোধ, শাস্ত্রজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়দমন — এই সমস্ত কিছুই অর্থের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। পর্বত থেকে যেমন অনেক নদী ধারা বেরিয়ে আসে তেমনই নানা জায়গা থেকে জোগাড় করা, ক্রমে বেড়ে ওঠা সঞ্চিত অর্থ থেকেই সমস্ত কাজ করা যায়। এই অর্থ থেকেই ধর্ম, কাম, স্বর্গ এবং এই অর্থ থেকেই মানুষের জীবনযাত্রার কাজ নির্বাহিত হয়।"[১]

১। দণ্ডনীতি — নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী।

Scanned with CamScanner

তবে অর্থ বলতে এমন কোন সম্পদকে বোঝানো হয় না যা অন্যায়ভাবে সংগৃহীত। চৌর্যবৃত্তির দ্বারা সংগৃহীত অর্থ, অসদুপায়ে বা শোষণের দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ কখনোই পুরুষার্থ নয়। তার কারণ এই যে, অর্থ পুরুষার্থ হলেও যে অর্থ অনৈতিক পথে সঞ্চিত তা পুরুষার্থ নয়। অসদুপায়ে সংগৃহীত অর্থকে এই কারণে "অর্থদূষণ" বলা হয়েছে। সুতরাং সেই অর্থই পুরুষার্থ যা ন্যায়পথে অর্জিত। মানুষের পক্ষে এমনভাবে অর্থ সংগ্রহ করা উচিত নয় যা অন্যের ক্ষতিসাধন করতে পারে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নিজের অন্যায় লাভ এবং অপরের অনিষ্ট যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত (ইষ্ট-অনিষ্ট-বিমুক্ত)।

অর্থ বৈধ বা ন্যায়লব্ধ হওয়া উচিত হলেও এই বৈধতা জানার উপায় কী? যে অর্থ দান করা যায় অথবা যা যজ্ঞে ব্যবহৃত হতে পারে তাই বৈধ অর্থ। একমাত্র যে অর্থ সৎপথে অর্জন করা হয়েছে তাই দানের যোগ্য। অন্যায়ভাবে যে অর্থ সঞ্চিত হয়েছে সেই অর্থে কৃত যজ্ঞ ফলদান করে না। সুতরাং সৎপথে সঞ্চিত অর্থ যা সঞ্চয়কালে কোনো মানুষের অনিষ্টের হেতু হয় নি বা যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি প্রতারিত হয়নি সেই ন্যায়লব্ধ অর্থই প্রকৃত অর্থ। "অর্থ" শব্দটির দ্বারা এমন কোনো বিত্তকে বোঝানো হয়নি যার সাহায্যে মানুষ অসংযত জীবনযাপন করতে পারে। মিতব্যয়ের মাধ্যমে জীবনযাপন ও সদ্বস্তু লাভের জন্যই অর্থ সংগ্রহ করাকে শাস্ত্র অনুমোদন করেছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দৈনন্দিন প্রয়োজনে যতটা অর্থ আবশ্যক তার অধিক অর্থ সঞ্চয় করা উচিত নয়। ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন ততটাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ কামনা করে সে অপরাধী। ব্যবহারেই অর্থের সার্থকতা। সুতরাং নিজের প্রকৃত প্রয়োজনে এবং অন্যের উপকারে অর্থ ব্যয় করা উচিত। যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের স্বার্থে এবং পরার্থে অর্থ ব্যয় করে না, সে কৃপণ। কার্পণ্য মানুষের সামাজিক সত্ত্বাকে ক্ষুণ্ণ করে। এইভাবে ভারতীয় নীতিদর্শনে অর্থ এবং অর্থ ব্যবহারের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

অর্থের এই সংযত ব্যবহারের জন্য ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। ধর্ম শুধুমাত্র কামের নিয়ন্ত্রক নয়, অর্থেরও নিয়ন্ত্রক। ধর্মই মানুষকে সংযত জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। অর্থের সদ্ব্যবহার কেবলমাত্র ধর্মের নিয়ন্ত্রণেই সম্ভব। অর্থ যখন ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা পরম পুরুষার্থ মোক্ষের অভিমুখে নিয়ে যায় বস্তুতঃ মোক্ষই সেই আদর্শ যা অর্থলাভকে সার্থক করতে পারে।

Scanned with CamScanner